দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে গাংনীতে জরুরী সভা অনুষ্ঠিত

দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি নিয়ন্ত্রণে জরুরী সভা করেছে গাংনী উপজেলা প্রশাসন।
গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক দিক নির্দেশনা মুলক আলোচনা করেন।

এ সময় পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম সহ বাজার কমিটির সভাপতি মাহাবুবুর রহমান স্বপন, সাধারণ সম্পাদক বুলু, ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি ইনামুল হক ও বাজার মনিটরিং কমিটির সকল সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি নিয়ন্ত্রণে আজ থেকে উপজেলা প্রশাসন সহ বাজার মনিটরিং কমিটির সদস্যরা বাজারে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করবে বলে জানা যায়।

বাজার নিয়ন্ত্রণ রাখতে আইনের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করা হবে বলে উপজেলা প্রশাসন সুত্রে জানা যায়।

- গাংনী প্রতিনিধি

মুজিবনগর দারিয়াপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন ও ঢেউটিন বিতরণ

মুজিবনগর দারিয়াপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন ও ঢেউটিন বিতরণ, মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকালে ভূমি অফিসের ভবন উদ্বোধন অসুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ভবন উদ্বোধন করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রি, মেহেরপুর -১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম পি পি এম, ভূমি মন্ত্রালয়ের উপসচিব অরুন কুমার মন্ডল, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ইবাদত হোসেন (রাজস্ব), প্রকৌশলী অধিদপ্তের এক্সচেন, সদর উপজেলা নিরর্বাহী অফিসার মাসুদুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আবদুল হাসেম, দারিয়াপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তৌফিকুল বারী বকুল, মোনাখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান (মফিজ), দারিয়াপুর ইউনিয়নের সভাপতি মোস্তাকিম হক থোকন প্রমুখ। পরে মস্ত্রি ৯৬ জন দুস্থ পরিবারের নিকট ১ বাইন করে ঢেউটিন ও নগদন ৩ হাজার টাকা করে বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন।

- মুজিবনগর অফিস

কৃষকের অভিশাপে কাঁদাচ্ছে পেঁয়াজ

সারাদেশের মতো মেহেরপুর জেলাও পেঁয়াজ সংকটে জনগণের নাভিশ্বাস অবস্থা। কোনভাবেই পেয়াঁজের সংকট মেটানো সম্ভব হচ্ছেনা।

সরকারও এ নিয়ে দফায় দফায় আলোচনা বৈঠক করেও এ পর্যন্ত কোন সুরাহা করতে পারেনি পেয়াঁজ সংকটের। কয়েকদিন আগেও বানিজ্যমন্ত্রী বলেছিলেন পেঁয়াজের দাম এখনও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

বাস্তবতা হচ্ছে মন্ত্রীর ঐ বক্তব্যের পরও থেমে নেই পেঁয়াজের

মূল্যের উর্দ্ধগতি। এরই মধ্যে পেঁয়াজের কেজি প্রতি মূল্য ২শ’টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এরপরও দাম কমবে কিনা তারও কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছেনা।

তবে সরকার পেঁয়াজের দাম মোটামুটি নাগালের ভিতরে আনতে বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করার পদক্ষেপ ইতোমধ্যেই গ্রহন করেছেন। তারপরও পেঁয়াজের দাম কতটুতু সহনীয় পর্যায়ে আসবে তা এখনই বলা যাচ্ছেনা। যেখানে গত বছর এই সময় পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি ৫০ টাকার মতো ছিল কোন কোন জায়গায় দামের তারতম্য ছিল।

মেহেরপুর জেলার কৃষকরা বিশেষ করে মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস, টেংরামাড়ি, শ্যমাপুর একই জেলার গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামেও অনেকে পেঁয়াজের আবাদ করেছিলেন। সে সময় পেঁয়াজের ফলন বেশ ভাল হয়েছিল বলা যায় বাম্পার ফলন হয়েছিল।
গতবছর মেহেরপুরের কৃষকরা প্রথম দিকে পেঁয়াজ ফলন করে লাভের মুখ দেখলেও পরে তা তাদের লোকসানের দিকে নিয়ে যায়। গত বছর পেঁয়াজ সংকটের শুরুতে সরকার ভারত ও অন্যান্য দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করার ফলে দেশের পেঁয়াজ চাষিরা লোকসানের মুখে পড়ে যায়। লোকসান শেষ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে পৌছায় যে চাষিরা পেঁয়াজ মাঠ থেকে তুলবে সে খরচও যোগাতে হিমশিম খেতে থাকে।

গত বছর মেহেরপুরের চাষীদের অধিকাংশরাই সুখ সাগর জাতের পেঁয়াজ চাষ করেছিল। প্রথমে কিছুটা লাভের মুখ দেখলেও পরে এই পেঁয়াজ তাদের কাঁদিয়ে ছেড়েছে। অবশেষে তারা প্রতি মণ পেঁয়াজ তারা ১শ’ টাকা করে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছে। সে সময় কৃষকদের সংকট নিয়ে বিভিন্ন গণ মাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের সংকট দুর করার জন্য জেলা কৃষি অফিস থেকে নানান পরামর্শ দিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাতেও কৃষকের মুখে হাসি ফোঁটেনি। অবশেষে কৃষকরা ক্ষোভে দুঃখে ক্ষেতের পেঁয়াজ তুলে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলেন। সে সময় কৃষকদের কান্নার চিত্রও ফুটে ওঠে।

পেঁয়াজ চাষ করে কৃষকরা ক্ষতির সম্মুখিন হওয়ার কারণে অনেকেই পেঁয়াজ চাষের উপর আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। কৃষকদের সেই চাপা কান্না আর ক্ষোভ এখন অভিশাপে পরিণত হয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন। আজ কৃষকদের সেই অভিশাপে সারাদেশের মানুষকে কাঁদাচ্ছে পেঁয়াজ। পেঁয়াজের দাম আগে কখনও এতা বেশি হয়নি বলে জানান অনেকে। সরেজমিনে মেহেরপুরের টেংরামারি মোড়ের কয়েকজন কৃষকের সাথে কথা বলে জানা যায়, আমাদের এখানে কেবল পেঁয়াজ লাগানো শুরু করেছে।

গতবছর পেঁয়াজের দাম না পাওয়ায় মাস খানেক দেরি করেই অনেকে লাগাচ্ছে। টেংরামারি গ্রামের মৃত মোয়াজ্জেম মালিথার ছেলে কৃষক আব্দুল রাজ্জাক বলেন এখন চাষিরা পেঁয়াজ লাগানো শুরু করছে কেউ কেউ লাগান শেষ করেছে আবার কেউ কেউ ধান কাটা শেষ করে লাগাবে।

পেঁয়াজ লাগানোর তিম মাস পর বাজারে আসা শুরু করবে বলে কয়েকজন চাষি জানিয়েছেন। সাথে সাথে তারা দাম না পাওয়া নিয়েও আশংকা করেছেন। কৃষকরা বলেন গত বছর পেঁয়াজ বিক্রয় করতে না পেরে অনেকে ক্ষেত পরিষ্কার করার খরচ না দিতে পেরে সেখানেই পঁচে নষ্ট হয়েছে। কৃষকরা বলেন যদি কেজি প্রতি ১০টাকা দামও পাওয়া তবুও কৃষক বাঁচবে। কিন্তু গত বছর ৩টাকা কেজিও পাওয়া যায়নি। কয়েকজন কৃষক

সাংবাদিকদের বলেন সে সময় শুধু কৃষকরাই কেঁদেছে সেই কাঁদা এখন দেশের মানুষ কাঁদছে।
তবে আগামী তিন মাসের মধ্যে পেঁয়াজের সংকট কেটে যাবে বলে কৃষকরা জানান। তারা বলেন এখন অগ্রহায়ণ মাস এখন পেঁয়াজ লাগানো পড়বে ফাল্গুন চৈত্র মাসের দিকে পেঁয়াজ বাজারে আসবে। কৃষক আব্দুর রাজ্জাক বলেন গতবছরের পেঁয়াজ ঘরের আড়াতে টাঙ্গিয়ে রেখেছি তাই এর সংকট এখনও বুঝতে পারিনি। সপ্তাহ খানেক পরে আমাদেরই পেঁয়াজ কিনে খেতে হবে। এ নিয়েও তার মতো অনেক কৃষকও চিন্তিত বলে জানান।

- এ সিদ্দিকী শাহীন

সেলিম আহাম্মেদ সভাপতি, এম এ এস ইমন সাধারণ সম্পাদক

দীর্ঘ দিন পর ঢাকাস্থ মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাবের ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাতে ঢাকার ফার্মগেট স্কাইভিউ রেস্টুরেন্টে এই কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে মোহাম্মদ সেলিম আহাম্মেদকে সভাপতি ও আব্দুস শুকুর ইমন কে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয়। কমিটির বাকি সদস্যদের নাম পরে প্রকাশ করা হবে। এই কমিটি আগামি ২

বছরের জন্য মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাবের দ্বায়িত্ব পালন করবে।

এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাবের মাহাবুবুর রহমান, মোহাম্মদ শামীম কবীর কাজল, এস এম মোর্তুজা, মাসুদ রেজা, এমদাদুল হক, এ্যডভোকেট মিলন, মোহাম্মদ আহসান হাবিব, সেলিম আহমেদ, মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, জেমস স্বপন মল্লিক, মিল্টন বিশ্বাস প্রমুখ।

এদিকে কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ সেলিম আহাম্মেদ ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুস শুকুর ইমন কে মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রান ঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানো হয়।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর জেলা কমিউনিটি ক্লাব ঢাকাস্থ মেহেরপুর জেলার মানুষের পাশে স্বেচ্ছাসেবী ও স্বতন্ত্র সংগঠন হিসাবে ইতিমধ্যে পরিচিতি লাভ করেছেন। সেপ্টেম্বর ১৩ তারিখ মেহেরপুর জেলার ৯০০ মানুষ নিয়ে বৃহৎ নৌভ্রমণের মধ্যে দিয়ে সকলের সামনে ঘোষণা দেন আগামীতে এমন

প্রোগ্রামে জেলার মানুষ কে পাশে নিয়ে পরিচালনা করবেন।
সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
সভাপতি সেলিম আহম্মেদের বাড়ী গাংনী উপজেলার কাজীপুর গ্রামে। একটি রাজনৈতিক দলের নেতা এবং ঢাকা গাজীপুরে শিল্প কারখানার মালিক।

সাধারণ সম্পাদক এম এ এস ইমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞান থেকে অনার্স ডিগ্রি অর্জন সহ ছাত্ররাজনীতি করেন। এখন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় রাজনীতির সাথে জড়িত।

পেট্রোবাংলার অধিনস্ত আরপিজিসিএল এর পরিচালক; আনিশা গ্রæপ অফ কো লিঃ চেয়ারম্যান এবং মেহেরপুর প্রতিদিন এর প্রকাশক।

- নিজেস্ব প্রতিনিধি

মোমিনপুর ছহিউদ্দিন স্মৃতি ফুটবলে ভবানন্দপুর চ্যাম্পিয়ন

গতকাল শুক্রবার অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় ভবানন্দপুর একাদশ ১-০ গোলে ভালাইপুর শেখ মণি স্পোর্টিং ক্লাবকে পরাজিত করে। মালেক বিজয়ী দলের পক্ষে জয়সূচক গোলটি করেন।

খেলায় বিজয়ী দলের মালেক সেরা খেলোয়াড় এবং খাদিমুল সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার লাভ করেন। খেলা শেষে সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। ওটিক টেকনো লিমিটেডের সৌজন্যে কৃতি খেলয়াড়দের পুরুষ্কার দেয়া হয়।

এ সময় অন্যদের মধ্যে বারাদি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শামীম ফেরদৌস, জেলা কৃষক লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান, মোমিনপুর ডায়মন্ড ক্লাবের সভাপতি জয়নাল আবেদিন, সাধারণ সম্পাদক রিপন আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ফাইনাল খেলার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। ফাইনাল খেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম, বারাদী খামারের উপ-পরিচালক হাফিজুল ইসলাম, আলু বীজ হিমাগারের উপ- পরিচালক মিনহাজ উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, ওটিক টেকনো লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনো পরিচালক ইউসুফ আলী খান, জেলা পরিষদ সদস্য রফিকুল ইসলাম, ইউ পি স্দস্য আরমান আলী, জেলা কৃষক লীগের সহ সভাপতি আব্দুল মান্নান, সহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন আরিফুল ইসলাম লিটন।

উল্লেখ্য জন প্রশাসন প্রতি মন্ত্রী ও মেহেরপুর ১- আসনের সংসদ সদস্য অধ্যপক ফরহাদ হোসেন এর পিতা সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম ছহিউদ্দীন স্মরণে মোমিনপুর ডাইমন্ড ক্লাব এই খেলার আয়োজন করে।

- বারাদী প্রতিনিধি

গাংনীতে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে গাংনীতে জরুরী সভা অনুষ্ঠিত

দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি নিয়ন্ত্রণে জরুরী সভা করেছে গাংনী উপজেলা প্রশাসন।

শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক দিক নির্দেশনা মুলক আলোচনা করেন।

এ সময় পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম সহ বাজার কমিটির সভাপতি মাহাবুবুর রহমান স্বপন, সাধারণ

সম্পাদক বুলু, ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি ইনামুল হক ও বাজার মনিটরিং কমিটির সকল সদস্যরা উপস্থিৎ ছিলেন।

দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি নিয়ন্ত্রণে আগামীকাল থেকে উপজেলা প্রশাসন সহ বাজার মনিটরিং কমিটির সদস্যরা বাজারে নিবিড় পর্যবেক্ষন করবে বলে জানা যায়।
বাজার নিয়ন্ত্রণ রাখতে আইনের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করা হবে বলে উপজেলা প্রশাসন সুত্রে জানা যায়।

- গাংনী প্রতিনিধি

গাংনীতে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে জরুরী সভা অনুষ্ঠিত

দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি নিয়ন্ত্রণে জরুরী সভা করেছে গাংনী উপজেলা প্রশাসন। শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক দিক নির্দেশনা মুলক আলোচনা করেন।

এ সময় পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম সহ বাজার কমিটির সভাপতি মাহাবুবুর রহমান স্বপন, সাধারণ সম্পাদক বুলু, ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি ইনামুল হক ও বাজার মনিটরিং কমিটির সকল সদস্যরা উপস্থিৎ ছিলেন।

দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি নিয়ন্ত্রণে আগামীকাল থেকে উপজেলা প্রশাসন সহ বাজার মনিটরিং কমিটির সদস্যরা বাজারে নিবিড় পর্যবেক্ষন করবে বলে জানা যায়।
বাজার নিয়ন্ত্রণ রাখতে আইনের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করা হবে বলে উপজেলা প্রশাসন সুত্রে জানা যায়।
-গাংনী প্রতিনিধি

মেহেরপুর থেকে সকল রুটের বাস চলাচল বন্ধ

মেহেরপুর থেকে সকল রুটের বাস চলাচল অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে শ্রমিক ইউনিয়ন। শুক্রবার সকাল থেকেই চলছে এই ধর্মঘট। সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ প্রতিবাদে বাস চলাচল বন্ধ করা হয়েছে বলে জানান শ্রমিকরা।

মেহেরপুরের কয়েকজন বাস চালক জানান, এই আইনের আওতায় চলাচল করা আমাদের জন্য ঝুঁকিপুর্ন। যে কোন সময় আমরা এই আইনের বেড়া জালে

পড়ে হয়রানির শিকার হতে পারি। তাই আমরা বাস চলাচল বন্ধ করে রেখেছি।

এদিকে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছে সাধারণ মানুষ।সকালে বাইরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়ে বাস না পেয়ে এক প্রকার বিভ্রান্তিতে পড়েছে যাত্রিরা। কারনে অকারনে কথায় কথায় বাস বন্ধ রাখার তিব্র নিন্দা জানিয়েছে অনেকেই।

এ বিষয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী সভাপতি সোহেল আহমেদ জানান, নতুন সড়ক আইন চালু হওয়ার পর থেকে গাড়ি চালাতে ভয় পাচ্ছে চালকরা। কখন কোন মামলায় পড়ে হাজার হাজার টাকা জরিমানা গুনতে হয় সে আতঙ্কে আছে শ্রমিকরা।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে শীর্ষ সন্ত্রাসী আব্দুর রহমান গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনীতে আগ্নেয়াস্ত্র গুলি ও গান পাউডারসহ শীর্ষ সন্ত্রাসী আব্দুর রহমান (৪২)কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গাংনী থানা পুলিশের একটি দল শুক্রবার ভোরে হিন্দা মাঠ পাড়া থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে।

আব্দুর রহমান গাংনী উপজেলার রংমহল গ্রামের আব্দুস সামাদের ছেলে।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, আব্দুর রহমান অস্ত্র গুলি ও গান পাউডার নিয়ে হিন্দা মাঠ পাড়া এলাকায় অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এসময় তার কাছ থেকে একটি ওয়ান স্যুটার গান, দুই রাউন্ড গুলি ও ৪০০ গ্রাম গান পাউডার উদ্ধার করা হয়।

তার বিরুদ্ধে গাংনীসহ বিভিন্ন থানায় বেশ কয়েকটি মামলা ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের অভিযোগ রয়েছে। অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের পূর্বক আব্দুর রহমানকে আদালতে সেপার্দ করা

হয়েছে।

- গাংনী প্রতিনিধি

ডাবল সেঞ্চুরিতে পৌঁছালো প্রতি কেজির দাম!

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিছুদিন আগে ভারতের একটি সম্মেলনে মজা করে বলেছিলেন “আমি আমার রাধুনীকে তরকারিতে পেঁয়াজ দিতে নিষেধ করেছি” প্রধানমন্ত্রীর সেই কথা মেহেরপুরসহ সারা দেশের রান্না ঘর গুলোতে সত্যতে পরিণত হয়েছে। ৫ কেজি চালের দামে ১ কেজি পেঁয়াজ কেনা আমার পক্ষে সম্ভবনা এমন কথা বলছে অনেকেই।

হ্যা, সব রেকর্ড ভেঙ্গে পেঁয়াজ এখন দুইশো ছাড়িয়েছে। মেহেরপুরের খোলা বাজারে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ২০০ থেকে ২১০ টাকা দরে। পেঁয়াজের লাগামহীন দামে ক্রেতারা পড়েছে বিপাকে। কেউ কেউ বন্ধ করে দিয়েছে পেঁয়াজ খাওয়া।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর ভারত পেঁয়াজ রপ্তানী বন্ধ করে দেওয়ার পর থেকেই দাম বাড়তে শুরু করে। প্রথম অবস্থায় দেশের বাজারে ৪০-৫০ টাকা দরে পেয়াজ বিক্রি হলেও গত দুই মাসে বেড়ে দাড়িয়েছে ২০০ টাকায়।

মেহেরপুর সহ দেশের কাচা বাজারে সরকারি তদারকি না থাকায় পেঁয়াজের দাম অস্থির হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ করছে অনেক ক্রেতা বিক্রেতারা।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে মেহেরপুরের বড় বাজার কাঁচা পট্টিতে গিয়ে দেখা যায় বিক্রেতারা পেয়াজের দাম নিচ্ছে ১৮০-২০০ টাকা। দাম বেশি কেনো জানতে চাইলে বিক্রেতারা জানাই বাজারে ভারতীয় পেয়াজ নেই। যা আছে দেশি পেঁয়াজের সাথে সাথে সেগুলোরও দাম বেশি নিতে হচ্ছে।

বড় বাজার কাঁচা ব্যাবসায়ী রাশেদ বলেন, আমাদের কি দোষ, আমরা বেশি দামে কিনে বেশি দামে বিক্রি করছি। এ গুলো বড় বড় সিন্ডিকেটের ব্যাপার আমরা সহ ক্রেতারা সবাই তাদের হাতে বন্দি।

মেহেরপুর হোটেল বাজার কাঁচা পট্টিতে দাম আরও বেশি। এখানে প্রতি কেজি পেয়াজ বিক্রি হচ্ছে ১৯০-২১০ টাকা পর্যন্ত।

বিক্রেতা আক্তারুজ্জামান বলেন, আমরা বড় বাজার থেকে পেঁয়াজ কিনে নিয়ে আসি তাই সেখানের চেয়ে আমাদের কাছে দাম একটু বেশি।

শহরের হাসপাতাল পাড়ার আজিজুল পেশায় অটো চালক, বাজার করতে এসে কথা হয় তার সাথে। এ সময় তিনি পেঁয়াজের দাম শুনে মলিন মুখে বলেন, এসব আমাদের খাবার না। সারাদিন অটো চালিয়ে খরচ বাবদ ২০০-৩০০ টাকা থাকে আমরা কিভাবে এতো দামে পেঁয়াজ কিনবো।

মিয়া পাড়ার স্কুল শিক্ষক মোস্তাক আহমেদ আফসোস করে বলেন, তরকারিতে পেঁয়াজ দেওয়া আজ থেকে বাদ। ১ কেজি পেঁয়াজ কিনতে যদি ২০০ টাকা গুনতে হয় তবে বাকি সবজী কি দিয়ে নেবো।

বড় বাজারের আড়তদার ইয়ারুল ইসলাম বলেন, আমদের বাইরে থেকে পেঁয়াজ আনতে হচ্ছে বেশি দামে। তাছাড়া এল সি পেঁয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না এ জন্য দাম বেশি। নতুন পেঁয়াজ না ওঠা পর্যন্ত কিংবা ভারতীয় পেঁয়াজ না আসলে পেঁয়াজের দাম কমার কোন সম্ভাবনা দেখছিনা।

মেহেরপুর তহ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ বলেন, আমরা ভারতীয় পেঁয়াজের উপর নির্ভরশীল। এটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পেঁয়াজের দাম লাগামহীন ভাবে বেড়ে চলেছে। বাজারের চাহিদা অনুযায়ি পেঁয়াজ সরবরাহ করতে পারছি না। তাই যে যা পারছে ইচ্ছে মত দাম হাকাচ্ছে।
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম বলেন, জেলা প্রশাসকের সাথে বাজার মনিটরিং কমিটির সভা হয়েছে। সভায় পেঁয়াজের দাম নিয়ে আলোচনা হয়। মেহেরপুরের আড়তদার যারা আছেন তারা বেশি দামে বাইরে থেকে পেঁয়াজ কিনে আনছে সে ক্ষেত্রে স্থানীয় খোলা বাজারে দাম বেশি হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা মার্কেটিং অফিসার জিবরাইল বলেন, পেঁয়াজের দাম শুধু মেহেরপুর না সারা দেশে সমস্যা। এখানে আমাদের তেমন কিছু করার থাকে না। কবে আমরা আশা করছি আগামী এক মাসের মধ্যে পেঁয়াজের দাম স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

- মর্তুজা ফারুক রুপক